ভূমিকা

মানবমন স্বভাবতঃই দুর্ব্বল; শোকের প্রাবল্যে আপনার অজ্ঞাতসারে এই দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায়, এবং শোকের ভিতর দিয়াই, সাধনা ও ঐকান্তিকতার ফলে, ক্রমে হৃদয় সবল ও সতেজ হয়। এই অশিক্ষিতার "নির্ব্বাণ" শুধু সবলতা লাভের জন্য নিজ ক্ষীণা হৃদয়ের সহিত জ্ঞানের সংঘর্ষ-চিত্র! সাধারণকে মুগ্ধ করিতে পারে এমন কোন কবিত্ব ইহাতে না থাকিলেও, ইহা লিখিবার উদ্দেশ্য— "আপনাকে ভুলাইয়া রাখা" এবং প্রচারের উদ্দেশ্য—"আমারই মত অভাগিণী ভগ্নীদিগকে ক্রমোন্নতি-সোপানের ক্ষীণ আভাষ দেওয়া!" উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইলেই কৃতার্থা হইব।

বিণীতা

উৎসর্গ

পরমারাধ্য,

শ্রীযুক্ত [illegible]চন্দ্র ঘোষ,

শ্বশুর মহাশয় শ্রীচরণেষু।
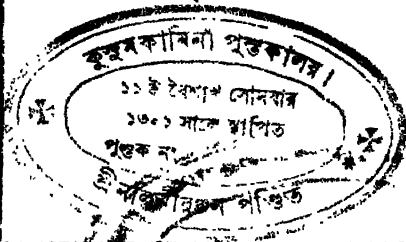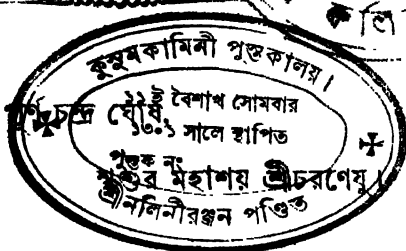
আমার দেব!

কোন দূরদেশ হ'তে কুড়াইয়া আনি মোরে,
রাখি গিয়াছেন যিনি আপনার পদোপরে—
আজো যাঁর স্মৃতিটুক্, আলোকিয়া আছে বুক,
যাঁর স্বর অহরহ বাজিছে মরম-পুরে!
যাঁর স্নেহ করুণায়, এই হৃদি-সাহারায়
ফুটে উঠে রাশি রাশি শতদল থরে থরে!
যিনি নাই মনে হ'লে, বিষাদে পরাণ জ্বলে,
মিশায়েছি স্বর্গমর্ত্ত্য, যাঁর তরে একাকারে!—
তাঁরি স্মৃতি, তাঁরি গাথা—আমার "নির্ব্বাণ" খানি
রাখিলাম ভক্তি অর্ঘ্য, ও রাতুল পদে আনি।

শ্রীচরণ সেবিকা—

*　*　*　*

সূচীপত্র।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।

১

নিভাও, পরমপিতঃ! বাসনার দীপমালা,
জুড়াইয়া দাও প্রভো! কামনা-বহ্নির জ্বালা,
তোমার স্বরগ পুরে
ল'য়ে চল হাতে ধরে,
জ্বেলে দাও প্রাণ ভরি জ্ঞানের বিমল আলা—
নিভাও, পরম পিতা, বাসনার দীপমালা!

২

ছিঁড়ে দাও, ছিঁড়ে দাও—মোহের বাঁধন গুলি!
চাহিয়া তোমার পানে যেতে দাও সব ভুলি'—
সংসার ভুলায়ে দিয়া,
পদ্ম হস্ত বুলাইয়া,
প্রাণের বিষাদ-ব্যথা, লও প্রভু, লও খুলি'!
ছিঁড়ে দাও, ছিঁড়ে দাও—মোহের বাঁধন গুলি!

৩

যে সাথিটী দিয়াছিলে, বাঁধিতে সংসার ডোরে
সরাইয়া দিলে যদি, রাখি মোরে ঘুম ঘোরে—

কেন তবে, কেন আর
এ পোড়া জীবন-ভার
জড়াইয়া রাখিয়াছ তপ্ত মরুভূমি'পরে?
বাঁধন খুলিয়া দাও,—ছুটে যাই দিগন্তরে!

৪

নিজ হাতে দে'ছ যদি পরা'য়ে বিধবা-সাজ,
শিখাইয়া দাও, দেব! তবে যোগিনীর কাজ!
তোমার প্রেমের আলো,
ঢালো সখা, প্রাণে ঢালো,
শিখাও, আপনাহারা হইতে, জগত মাঝে;
তোমাতে মিশায়ে লও, হে অনাদি বিশ্বরাজ!

৫

শিখাও "বিধবা" শুধু ধর্ম্মের সতেজ প্রাণ।
"বিধবার ব্রহ্মচর্য্য" সমাজে পবিত্র দান!
--হৃদয়েতে শান্ত স্বামী,
উপরে অন্তর-যামী—
কাম, ক্রোধ লোভ আদি রিপুর বিরাম-স্থান!
কর পিতঃ! চিতাভস্মে বাসনার নিরবাণ!
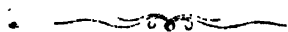
এক স্থতে।

সখে,

সরল হিয়াটী লয়ে
ভিখারী হয়েছি আমি;
সংসারের লীলা খেলা
কি বুঝিবে বল তুমি!

ওগো। তোমার চরণ তলে,
সরবস্ব দিয়ে ঢেলে,
কেঁদে মরি, তাই হাস
আমি যেন নিরগামী!

দুঃখে, মলয় বহিয়ে যায়,
তটিনী সে গীত গায়,
কোকিল পঞ্চম তানে,
হয় সদা অনুগামী।

কত, সাধের রজনী মোর,
বিষাদে হয়েছে ভোর,
দিবার যে কিছু নাই
কাঁদি তাই দিন যামী!

এবে, কণামাত্র ভক্তি পেলে,
যতনে বুকেতে তুলে,
দাঁড়াব তাঁহার দ্বারে,
যিনি অনন্তের স্বামী।
শত, অভাব উঠিছে ফুটে,
হাসি অশ্রু তাই ছুটে,
এক সূত্রে গাঁথা তবু
কেন বল তুমি আমি?

সেই একদিন

১

প্রভাত অরুণ-লেখা
ধরণীর কোলে
সেই এক দিন;
ওগো, মোর স্মৃতিলীন!
রুদ্ধ, উপেক্ষিত
আর, আশা ক্ষীণ:
আহা! শুধু সেই দিন
হৃদয়ের আরাধ্য-দেবতা,
জীবনের সর্ব্বস্ব যে মোর,
বসি তাঁর শ্রীচরণ তলে,
পূজিবারে হয়েছিনু ভোর!
অশ্রুসিক্ত ফুল গুলি
অঞ্জলির মাঝে,
ছিল, সুনিলীন;
চরণ আঘাতে তার
দূরে ছড়াইল,
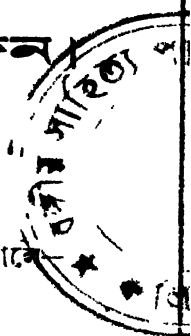
রেখে, শুধু চিন্—
ওগো! সেই একদিন!

২

মধ্যাহ্নের রৌদ্র-দীপ্ত
অলস আবেশে,
সেই একদিন;
ওগো, মোর স্মৃতি-লীন!
ছিন্ন, প্রহারিত,
আর, দেহ-হীন!
আহা, শুধু সেই দিন
নয়নের আনন্দ-বর্দ্ধন,
প্রণয়ের ছবিটি যে মোর;
আলিঙ্গিলে সোহাগ-আবেগে,
প্রহারিল সেই মন-চোর!
অবসন্ন বাহু লতা
ধীরে খুলে এল,
নিয়ে, স্মৃতি চিন্!
বড়ই দরিদ্র, তাই
শোধিতে নারিল
তাঁর! প্রেম ঋণ!
হায়! সেই একদিন।

৩

সন্ধ্যার আলোক-ছায়ে
আধ-মেশা-মিশি
সেই একদিন;
ওগো! মোর স্মৃতি-লীন;
ত্যক্ত, বিতাড়িত
আর, প্রেমা-ধীন!
আহা, শুধু সেই দিন

অনন্তের অনন্ত সাথিটী,
সংসারের বন্ধন যে মোর;
বসন্তের ফুল মালা লয়ে,
পাশে তাঁর দাঁড়ানু বিভোর!
পরানু সে প্রেম-মালা
গলদেশে তাঁর
রেখে, প্রেম-চিন্!
"দূর হও" বলি মোরে
তাড়ালেন, তবু
(মনে হ'ল) নহি, মোরা ভিন্!
হায়, সেই একদিন!

৪

গোপন হৃদয়-পুরে
বাজিতেছে আজ
"সেই একদিন"
অতীতের সে স্মৃতি মলিন!
দগ্ধ, গণিতেছি
মরণের দিন!
আজ, কোথা দেবর্ষিন্!
মরণের কোন্ পর পারে,
আছ আজ দূর অমরায়:
ব্যবধান জীবন মরণ
তোমা' আমা' মাঝে বয়ে যায়
তবু, অভাগীর প্রাণ
আছে আলো করে
সে প্রেম নবীন!
ছবি খানি, স্মৃতিটুক্
তবু ভরে আছে বুক
(আরো আছে)—"সেই একদিন"।

কেন ?

বৈতরণী পারে, আছে একদেশ,
সেথায় মলয় সদাই বয় ;
অনন্ত সুষমা, সে অনন্ত দেশে
চিরকাল তরে স্থাপিত রয়।
জরা মৃত্যুহীন, সদা জীবগণ
বসন্তে প্রফুল্ল পিকের মত ;
নন্দন-কাননে, সুখে করে বাস,
সরল প্রকৃতি বিহগ যত।
মন্দাকিনী নীরে, দেববালা সনে,
স্নান করে তা'রা মনের সুখে,
প্রেমের খেলায়, আপনা হারায়
প্রেম-মরীচিকা দেখেনা চোখে।
কর্ম্মস্রোতে ভাসি, তারি মাঝ হ'তে
একটি বিহগ আসিল নেমে ;
ধরায় আসিয়া, সোনার দেশের
গানগুলি তা'র গেল গো থেমে !

এতই বিস্মৃতি, এ বিশ্ব সংসারে
কেন, কেহ তা'কি বলিতে পার ?
দুদিনের খেলা, দুদিনে ফুরায়
এ লীলা কেহ কি বুঝিতে পার ?
সোহাগ আদরে, প্রকৃতির কোলে,
উঠিল পাখীটি দুদিনে বাড়ি' ;
কি বলিব, হায়, একদা নিদাঘে
চলিল প্রবাসে আলয় ছাড়ি' !
দূরাগত এক, প্রেম-আবাহণ,
আকুল করিল তাহার প্রাণ ;
মরম-পরশি, আকুলতা মাঝে
জীবন-যৌবন করিল দান !
সান্ধ্য-গগনে, নীলিমা ছড়ায়ে,
ক্রমেই তপন ডুবিয়া এল ;
প্রেমের বন্যায়, জীবন সাথীটি
কোথা ? কোন্ দেশে ভাসিয়ে গেল !
বিহগ-জীবন, বাতাসে মিশায়ে,
পাগলের মত চলিল কোথা ?
দূরে—বহুদূরে, আসিল চলিয়া
হৃদয়ে লইয়ে অসীম ব্যথা !

যমুনা বিধৃত, মায়ারাজ্য এক,
সে দেশে পাখিটী আসিয়া পুনঃ--
ডুবিল সে জলে, না দেখি না শুনি !
—ভবিতব্য কথা বলিব. শুন—
মায়ারাজ্যে আসি, মায়ার কুহকে
সর্ব্বস্ব পাখীর হইল চুরি ;
কতদিন গেল, প্রেমের কুহকে
বুঝিতে নারিল সে বাহাদুরি !
মুগ্ধ জীবনের, স্বপন সন্ধ্যায়,
চমকি সহসা দেখিল চেয়ে ;
সাথিটী তাহার, উচ্চ গিরি'পরে
নিম্নে সে রহেছে নি'চল হ'য়ে !
আবেগ, যাতনা, হৃদয়ে জড়ায়ে,
ছুটীল সে দূর অচল'পরে—
ব্যঙ্গ উপহাস, আসিল ভাসিয়া,
তাই শুনে পাখী ডুবিয়া মরে !
তাই মনে হয়, কেন এ সংসার
ব্যথিত বেদন বুঝিতে নারে ?
পূর্ণিমার পরে, কেন অমানিশা ;
কেন বা এমন নয়ন ঝরে ?

শত দুঃখ পায়, তথাপি মানব,
প্রণয়ের পিছে কেন বা ছুটে ?
হতাশা-আগুনে, স্বার্থ বিসর্জ্জিতে
কেন বা কাঁদিয়া পড়ে গো লুটে ?
মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইঙ্গিতে,
মৃদুল মলয় সদাই ব'য়ে—
অমঙ্গল-ভরা, আঁধার গুলিকে
কেন নাহি দূরে যায় গো ল'য়ে ?
অন্তরে আমার, অতৃপ্ত বেদনা,
কেহ কি জানে গো, কেন বা হেন—
উঠে প্রতিধ্বনি, অনন্ত ব্যাপিয়ে,
কেন বা শুধু—"কেন ? কেন ? কেন ?"

সাধ।

১

বল দেখি, কি আমার সাধ
মরুময় এ ছার জীবনে?
বল দেখি, কেন হাসে চাঁদ
অই স্নিগ্ধ সুনীল গগনে?
হাস চাঁদ তারকার সাথে,
এ উহার প্রাণে মিশে যাও;
মিলনের এ বাসন্তী রাতে,
নিভৃতে প্রেমের কথা কও।
তারারাণি! কোথা যাও চলে?
নিশানাথ! কেন পিছু ধাও?
ওগো, প্রেম শিক্ষা যাচি কুতূহলে
ক্ষণেকের তরেতে দাড়াও!—

২

লুকায়ে মেঘের আড়ে
কি খেলা খেলিছ গো?
লুকোচুরি ওর নাম,
শিখেছি, শিখেছি গো!

সখে ! তারা হ'য়ে হাসি ওইখানে,
বড় সাধ হয় মোর চিতে ;—
তুমি চাঁদ হাস সেই সাথে
ও পরাণ মিশায়ে আমাতে !
কভু লুকোচুরি খেলি,
কভু হেসে পড়ি ঢলি,
খেলে যথা নীরদে বিজলী
অসীম সুনীল ব্যোমপথে !
হাসে যথা প্রিয় শিশুগুলি
উঠে যবে মাতৃ-অঙ্ক-রথে।

৩

আর সাধ,—তুমি হও ফুল
আমি হই উষার বাতাস।
প্রভাতের কোলে ফুটে উঠ,
আমি দিব বচন আশ্বাস ;
মাঝে মাঝে প্রীতি ভরে
আদরে ধরিব বুকে
হেসে কুটি কুটি হবে--
ভরিবে হৃদয় সুখে !

সঁপে দিয়ে মধুর সৌরভ
ঝ'রে তুমি পড়িবে যখন
পাগল হইয়া তোমা'তরে
গান গেয়ে কাটাব জীবন!

৪

কিম্বা, গঙ্গা যমুনার মত,
প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া যাই;
অনন্ত কালের কোলে ব'য়ে
অনন্ত দেবের গুণ গাই!
হাসির লহরী মোর
তব লহরীর সাথে,
কত খেলা খেলিবেক
অনন্ত দিবস রাতে।
এস, সখে! অভিমান ছাড়,—
দু'টীতে মিশিয়ে এক স্রোতে
অনন্ত সাগর পানে ছুটি,
আজিকার নূতন প্রভাতে।

৫

এত সাধ, এত কথা গেল,
হ'লনা মনের মত তবু!

সাধের কল্পনা দীপ-শিখা
হায়, বুঝি হ'ল নিবু নিবু!
তবে মোরা গগন-আলয়ে,
হেসে হেসে দ্রুত চলে যাব;
যুগল তারকা রূপে সেথা
গলাগলি হয়ে দোঁহে রব!
চোখে চোখে পরস্পরে রাখি
দুই ঘুচে এক হয়ে থাকি,
বিধাতার মহিমা গাহিব,
ওগো, অই গগনের গায়ে-মিশায়ে রহিব।

স্বর্গের সীমা।

স্বর্গ মম সীমাবদ্ধ অন্ধ আঁখি পরে!
দেবতা তেত্রিশ কোটী বাস নাহি করে
আমার কল্পনাঘেরা ত্রিদিবের বুকে!
সেখানে দেবতা মম চিরশান্তি সুখে
ধ্যান মগ্ন চির দিন আমারি চিন্তায়!
আমার দেবতা—সেত নহে নিরাকারা,
তাঁরে যে সাকার রূপে দেখিয়াছি আমি
দু'দিন সংসার বুকে,—আমি দেখিয়াছি
কায়-মন প্রাণ তাঁর বিমল চরণে!
তাই, অন্তর্দ্ধানে তাঁর, আজিও নয়নে
লেগে আছে সেই'রূপ'-সেইজ্যোতিটুক
আজো ভ'রে আছে তাই এই পোড়াবুক!
স্বর্গ,-সেত তাঁরি তরে মুক্ত দিনযামী
আমার স্বর্গের রাজা শুধু মোর স্বামী!

স্বর্গের অস্তিত্ব।

স্বর্গ আছে, যদি কারো বিশ্বাস না হয়
তবে বল দেব মম কোন দেশে রয় ?
তাঁরি আবাসের তরে মনোরম ভূমি,
সেই স্বর্গ-বিধাতার পাদপদ্ম চুমি'
অ: ।নারে আত্মবলে তুলেছে রচিয়া-
সেই স্বর্গ-মোর ইষ্টদেবেরে ঘেরিয়া,
প্রশান্ত অমল রূপে আলোক বিথারি
তারকার দীপমালা জ্বালি সারি সারি,
নীরবে অস্তিত্ব তা'র জানায় আমায়
আর মিশে যেতে তাহে ডাকে 'আয় আয়'
স্বর্গনাই-মিথ্যা কথা! আছে, আছে, আছে
ওই দে: ভাসে মোর নয়নের কাছে!
"স্বর্গ আছে"-ভুল যদি, : ু তাই চাই,
তথাপি তোদের যুক্তি শুনিব না ভাই ।

আবেগে।

কে তুমি এ মরুময় দগধ জীবনে,
শান্তি-তটিণীর ফুল্ল কমল নায়ক!
কে তুমি এ সংসারের উদ্ভ্রান্ত কাননে,
বাসনার কাব্য কুঞ্জে কুসুম-শায়ক!

জ্বালাময় জীবনের স্মৃতির দুয়ারে,
রুদ্ধ অশ্রু, স্থির দৃষ্টি নিলী[illegible] নয়নে—
দূর দূরান্তর হ'তে চাহ ধীরে ধীরে
মানস-নিকুঞ্জ ভরি, কাতরে করুণে।

একি [illegible]রমের খেলা? বিশুষ্ক জীবনে,
শুধু স্মৃতিদ্বার দিয়ে, তোমার আমার
ক্ষণিকের সম্মিলন কায়ায় [illegible]য়ায়,
কর্ম্ম অবসরে—এই অতৃপ্ত [illegible]র!

পুরেনা সকল আশা বিশ্বে[illegible] অজ্ঞাতে,
তাই ডাকি, এস সখে! বাস্তব ধরায়
বিস্মৃতির বশে আজ, কল্পনা রেখাতে
তোমার পদাঙ্ক দাও এ পোড়া শয্যায়!

চিত্তপ্রাসাদের গুপ্ত স্মৃতি-জানালায়
বসি, গাঁথি ভাষা মাল্য, আশার হিল্লোলে
বড় ইচ্ছা পরাইব তোমার গলায়
(আর) মিটাব মনের সাধ দুটিকথা বলে!

কাজ নাই-কাজ নাই, দেহের মিলন!
দেশ দেশান্তর হতে মানস-নয়নে
করুণ কটাক্ষে ভরি দিও এ জীবন
তৃপ্ত হব সে আত্মার পূত আলিঙ্গনে।

মধুর ঝঙ্কার তুলি, প্রিয় সম্বোধনে
যদি মোর আবাহন নাহি ডাকে কভু;
চিত্ত-দ্বার রুদ্ধ দেখি ফিরি অভিমানে
যেওনা চলিয়া, ওগো হৃদি কুঞ্জ প্রভু!

বিশ্বের অজ্ঞাতে মোরা মিলিব মিশিব—
আর সেই দিন তোমা প্রেম-অর্ঘ্য দিব।

(সপ্তম-বর্ষীয়া একটী মাতুল-কন্যার ছাদ হইতে পতন ও মৃত্যু উপলক্ষে।)

অপঘাত।

সায়াহ্ন-কিরণ-ছটা, অপূর্ব্ব রঙ্গের ঘটা
পুলক উছলি যায় স্নিগধ সমীরে ;
আবরিয়া জল স্থলে, ক্রমশঃ তিমির-জালে,
ডুবে গেল দিনমনি জলধির নীরে।
হেন কালে একাকিনী, যেন বন-বিহঙ্গিনী
চলিল বালিকা তার সাথীটী গেহে—
যেন সুরবালা, মরি ! প্রতিবেশী নরনারী,
পশু পক্ষী সবি যেন বাঁধা তার স্নেহে !
ধায় বালা মন সাধে, দেহলীতে পদ বাঁধে,
যাইতে দুয়ার পাশে ;—অশুভ লক্ষণ !
চলিল সরল জ্ঞানে, শুভাশুভ সেকি জানে,
লইয়া চলিল যথা দুইটী চরণ।
সঙ্গিনী ভবন যথা, উপনীত হ'ল তথা,
কি জানি কি ভাবে ভোর,—সহচরী তরে !

দেব বালা বিনা আর, কে হবে সঙ্গিনী তার,
মরমের মাঝে যেন কে বলিল তারে!
মনোরম সৌধ শিরে, উঠিল বালিকা ধীরে,
আকাশ চুমিছে যাহা—অতীব উচল;
গগনে নয়ন তুলি' মর্ত্ত্যভাব গেল ভুলি'
রহিল দাঁড়ায়ে তথা স্থির অচঞ্চল!
জগতের জীব নহে, সে কেন রহিবে তাহে?
কে যেন ডাকিল তারে দেবতা সদনে!
সুর শিশু সনে মিলি', খেলিবারে কুতূহলি,
বাঁধিতে জীবন তার যথা যোগ্য স্থানে।
কুসুম কুমারী-যথা, কাঁদাইয়া-তরুলতা,
—কানন-শোভনা—পড়ে, খসি বৃন্ত হ'তে,
অথবা নিথর রাতে, আকাশের কোল হ'তে,
পড়ে যথা তারা বালা অনন্তের পথে—
তেমনি পড়িল বালা, ফুরাইল জীব-লীলা,
চলে গেল কাঁদাইয়া আপনার জনে!
এ দুঃখিনী দিদি তার, শত বিষাদের ভার,
বহিতে রহিল তবু শ্মশান-জীবনে!

বরিশাল।

দিশেহারা।

১

কে তুমি গো হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে,
অধিষ্ঠিত মোহন মূরতি ?
জন্ম জন্মান্তর ধরি' প্রেম প্রীতি দিয়ে,
করিতেছি তোমার আরতি !

২

বড়ই বাসনা ছিল, হৃদয় মুকুরে
ফুটুক্ ও সোনার প্রতিমা ;
অমেয় আবেগ-ভরা স্নেহ-আলিঙ্গনে,
ঘুচে যাক্ হৃদয়-কালিমা !

৩

মাধুরি-জড়িত কল্পনার ছায়া লয়ে,
ফিরিয়াছি দেশ দেশান্তরে
কত দিন পরে হেরি অন্তরের ধন,
স্নিগ্ধ হ'ল অন্তর অন্তরে !

৪

প্রেমের পবিত্র স্রোতে ভেসে গেল সব,
জীবনের অপূর্ণ বাসনা !
মরুময় হৃদয়ের,--দূর হ'ল যত,
আকাঙ্খার অতৃপ্ত যাতনা !

৫

চঞ্চল-সরসী বুকে খেলে কুতূহলে
ধীরে ধীরে লহরীর মালা ;
দূরে, তারাপতি-কোলে, হাসে তাই দেখি'
তারারাণী—অমরের বালা—

৬

কর্ম্ম-স্রোতে মানবের উদ্দাম কল্পনা
খেলা করে যবে প্রেম-নীরে,
দূর ভবিতব্য পাশে অদৃষ্ট সুন্দরী
মোহ হেরি হাসে ধীরে ধীরে !

৭

না জানিয়া, না বুঝিয়া অদৃষ্টের খেলা,
ছুটে ছিনু মঙ্গল-আলোকে—
চমকি সহসা, তাই, শুনিনু পশ্চাতে—
উপেক্ষায় কে বলিল ডেকে ;—

৮

"কর্ত্তব্যের বিঘ্ন তুমি—দূরে সরে যাও
পথ ছাড়-রব সদা দূরে,"
শুনিয়াছি, এই স্বর বাজে নাকি নিত্য
মুনিগণ মানস মন্দিরে!

৯

কিন্তু শুনি নাই কভু 'তান লয় হীন'
পিকগীতি, স্বভাবের কোলে(?)
হেরি নাই মুঞ্জরিত মাধবীলতায়
'স্থির ভাবে'-বাসন্তী হিল্লোলে(?)

১০

তারপর ?-তারপর কি আর বলিব ?
আমি বাধা কর্ত্তব্যের পথে!
তাই যদি হয়—তবে চলে যাব দূরে
মর্ত্ত্য ত্যজি মরণের রথে!

১১

অথবা, ভ্রমিব দূরে গহন কাননে,
যথা তব কর্ত্তব্য না যায়—
গাহিব এ কর্ত্তব্যের গাথা, যথা জীব
বিন্দুমাত্র শুনিতে না পায়।

১২

অন্তরের যে মূরতি পূজি'চিরদিন
পূরায়েছি সাধ অর্চ্চনার;
প্রেম-প্রীতি-বিল্বদলে, সাধনা চন্দনে
সে দেবতা পূজিব আবার :

১৩

কিন্তু বল কি প্রভেদ তোমাতে আমাতে ?
ভ্রম একি জীবন-সন্ধ্যায় ?
শুধু বলে দিয়ে যাও,-এসেছি কোথায়,
ঘোর কৃষ্ণ এ অন্ধ নিশায় ?

১৪

যবনিকা-অন্তরালে, স্বপনের কোলে,
মগ্ন ছিনু প্রেমের খেলায়।
কোথা প্রেম ? কোথা স্বপ্ন ? কোথা যবনিকা ?
বল, ভাই ! এসেছি কোথায় ?

সুখ।

সুখ?-সুখ কাকে বলে?
জানিনা কি স্বাদ তার-কেন মন চায়?
সুখ বুঝি মন ছলে?
আশেপাশে ঘুরে ফিরে-দেখা নাহি দেয়!

দেখেছি দু'দিন তারে—
না চিনিতে ভাল ক'রে, চলে গেল কোথা?
সে বড় নিঠুর যেরে—
সরে যায় দেখে মোর মরমের ব্যথা!

চাহেনা একটীবার,
জানেনা কিসের তরে আমি অনাথিনী!
ঘেঁসেনা আমার ধার—
পাছে তারে বলি ডেকে আমার কাহিনী।

ডাকিবনা সুখ, তোরে—
দূর হও জ্বালা, হাসিব পরের সুখে,
ভাসিব সুখের নীরে—
যবে উদিবে দুঃখ, চা'ব সুখীর দিকে।

যাও মন, ভুলে যাও—
সুখ সুখ করিও না, কাঁদিও না আর,
অনাথে ডাকিয়া লও—
মুছাতে পরের অশ্রু থাক অনিবার।

এ ক্ষুদ্র শকতি নিয়ে,
খুঁজিও জীবের সুখ-মঙ্গল কামনা,
যথাসাধ্য হিয়া দিয়ে—
সাধিও বিশ্বের কাজ, কুশল বাসনা।

মৃত্যু।

১

ওহে মৃত্যু! তোমা'সম পাষণ্ড দুর্জ্জন,
আর নাই এ সংসারে, বুঝিনু এখন!
সংসার সুখের স্থান, করি আমি অনুমান;—
শোক তাপ না করিত হেথা বিচরণ,
তুমি যদি না রহিতে অশান্তি কারণ।

২

পিতা মাতা, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজনে
মিলিয়া বসতি করে আনন্দিত মনে—
আমোদ প্রমোদে মিশি, সুখে রহে দিবানিশি,
কিন্তু তাহাদের মনে শান্তি কবে রয়?
সর্ব্বদাই করে ভয়, কখন কি হয়!

৩

অথবা, বিদেশে পুত্র করিতেছে বাস
ধন-উপার্জ্জন—মনে করি অভিলাষ;
পিতা মাতা পরিজন, লভিছে প্রচুর ধন
তবু ভাবিতেছে বসি দিবস রজনী—
পাছে আর নাহি ফিরে নয়নের মণি!

৪

তব তরে কারো মনে শান্তি নাহি রয—
অমঙ্গল ভাবি সদা করে 'হায় হায়'
নাহি হেন কোন জন, যারে তুমি জ্বালাতন
না করেছ কভু, এই জগত মাঝারে!
তাই সবে অভিশাপ বরষে তোমারে।

৫

দেখ, ওই পিতা মাতা পড়িয়া ভূতলে,
রোদন করিছে পুত্র-শব লয়ে কোলে!
শিরে করাঘাত করে, নিজ অঙ্গে অস্ত্র মারে
হাহাকার অনিবার—ঝরিতেছে আঁখি!
ফাঁকি দিয়ে পলায়েছে পরাণের পাখী!

৬

হারায়ে নয়ন মণি প্রাণের তনয়,
অন্ধকার—তাহাদের এ ভুবন ত্রয়!
দেখি তাঁহাদের দুখ, কা'র না বিদরে বুক?
পাষাণ হৃদয় হ'লে, তাও যায় ফেটে!
কি নিঠুর, তুমি হাস দাড়ায়ে নিকটে!

৭

পতি পত্নী দুই জনে বসিয়া বিরলে,
নানা সুখ আলাপন করে কুতূহলে ;—

ভাসিছে তাদের মন, সুখ-হ্রদে অনুক্ষণ,
জানে না, সহেনি কভু দুখের বেদন!
কোন লাজে কর তুমি তথায় গমন?

৮

কান্তারে বঞ্চনা করি স্বামী লও হরি',
জনমের তরে তারে ভিখারিণী করি!
দিন দিন বিমলিন, জীবনে ও প্রাণ হীন—
বিরলে বসিয়া ভাসে নয়নের নীরে!
সব সাধ লও তা'র--অবনী-ভিতরে!

৯

আবার 'তরু'টী রাখি 'লতা' নিয়ে যাও—
মরম-মাঝারে তার কত ব্যথা দাও!
জানিনা কিসের তরে, কোন আশা পুরাবারে
বহাও দোঁহার মাঝে বিরহের বারি?
পাও তাতে কিবা সুখ, বুঝিতে না পারি!

১০

সরোবরে ফুটিয়াছে কমলের ফুল—
কিবা অপরূপ শোভা! নাহি তার তুল!
মধু লোভে মধুকর, করি গুণ গুণ স্বর,
উড়ে উড়ে বসে গিয়ে বিকচ কমলে;
উঁকি মারি দেখ তুমি থাকি অন্তরালে!

১১

সুকুমার শিশু খেলে, আপনার মনে,
হাসি হাসি মুখে, মরি, চাহি মার পানে,—
হেরি তার হাসি মুখ, কার না উথলে বুক
চুপি চুপি করি তুমি তথায় গমন
নিমেষে জীবন তার করগো হরণ !

১২

সরল হৃদয় তার—নাহি জানে ভয়,
কচি বুক টুকু তার মধুরতা ময় ;
পাপ তাপ নাহি জানে, সদাই আনন্দ দানে,
জানেনা করিতে কারো অহিত কখন,—
কোন প্রাণে, প্রাণ তার করগো হরণ ?

১৩

মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষ-প্রধান,
যার ভয়ে শত দেশ সদা কম্পমান ;
নিজ বাহু বলে বীর, ফাটায় শত্রুর শির,
প্রাণ ভয়ে কেহ যার নিকটে না যায় ;
নির্ভয়ে তোমার কর পরশে তাহায় !

১৪

মহারাজ-অধিরাজ রায় নরবর,
নানা বিদ্যা-বিভূষিত পণ্ডিত-প্রবর ;—

শুনিয়া যাদের নাম,— শত শত গুণ গ্রাম,
সবার হৃদয়ে হয় ভক্তির সঞ্চার;
তাদের (ও) পাষাণ, তুমি করগো সংহার !

১৫

সর্ব্বদা অপ্রতিহত গমন যাহার,
সেই সদা-গতি সহ তুলনা তোমার !
কিন্তু উভয়ের ধর্ম্ম,— বড়ই বিভিন্ন মর্ম্ম !
বাতাস বাঁচায়ে রাখে জীবের জীবন--
আর তুমি প্রাণ গুলি করহ হরণ !

১৬

তোমা' সম কারো নহে নিঠুর আচার;
ত্রিভুবন কাঁপে নাম শুনিলে তোমার !
বিরাগী কি গৃহ বাসী, সন্ন্যাসী, শ্মশান বাসী,
সবাই তোমার নামে সদাই শঙ্কিত—
পাপীর নয়নে নীর বহে অবিরত !

১৭

বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ, জলবিম্ব প্রায়,
তোমার কঠোর স্পর্শে, পলকে মিশায় !
উন্নত ভূধর চূড়া, প্রাসাদ, সুবর্ণে গড়া,
কুটীল কটাক্ষে তব, সবার পতন !
তাই বলি, অসুখের তুমিই কারণ।

১৮

অথবা, তোমার দোষ—ভ্রান্ত এই জ্ঞান!
জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ—বিধাতা-বিধান!
তবে কেন অকারণে, দোষী ভাবি তোমা' মনে,—
শুনিবে কি—শুনিবে কি তাহার কারণ?
আমারে লণ্ডনি' ব'লে—হে সখা মরণ!

ধূলি।

১

সে দিন বসন্ত কাল—বেলা অবসানে
সমীর সেবন তরে,
পরাণের প্রীতি ভরে,
চলিলাম ধীরে ধীরে আপনার মনে;
উপনীত হইলাম সুদূর কাননে।

২

কানন শোভায়, হ'ল পুলকিত মন:
প্রফুল্ল কুসুম সঙ্গে,
সমীরণ নানা রঙ্গে,
করিতেছে কত খেলা মনের মতন!
আশে পাশে অলি কুল করিছে গুঞ্জন।

৩

এইরূপে কিছুকাল ভ্রমি অবিরল,—
বসিলাম ক্ষণ পরে,
শ্রম দূর করিবারে,
কোন এক তরুমূলে বিছায়ে আঁচল;
সেবিতে লাগিনু সুখে মলয় শীতল।

৪

অকস্মাৎ ধূলি কণা বাতাসে উড়িয়া
লাগিল আমার গায়,
বিরক্তি প্রকাশি তায়
বসন আঁচল দিয়ে ফেলিনু মুছিয়া;
বিষাদে পরাণ তবু উঠিল ভরিয়া!

৫

তারপর, ক্ষণ কাল তথায় বসিয়া,
ভাবিতে লাগিনু কত,
এক মনে অবিরত,
হায়, এই ধূলি কণা কে দেখে চাহিয়া।
কত গুণ আছে এর, কে দেখে ভাবিয়া?

৬

ক্রমেই চিন্তার বেগ বাড়িয়া উঠিল!
সেই যে কানন শোভা,
অনুপম, মনোলোভা,
সকলি চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া চলিল;
ধূলি সহ মিশি মন শূন্যেতে উড়িল!

৭

সুখের সে বাল্যকাল কোথা গেল হায়!
আহা, এই ধূলি সঙ্গে,
খেলিয়াছি কত রঙ্গে,
খেলা চলে কত ধূলা মাখিয়াছি গায়;—
আজ সেই ধূলা লাগি প্রাণ জ্বলে যায়!

৮

হায়, এই ধূলা খেলা যত দিন ছেড়েছি,
হিংসা, দ্বেষ, পরিতাপ,
অনুতাপ, অভিশাপ,
অনন্ত যাতনা কত হৃদি মূলে সহেছি!
আর সব খেলা খেলে জ্বলে পুড়ে মরেছি!

৯

হে ধূলি! যৌবন কালে তব সঙ্গ ছাড়িয়া,
সতত রিপুর সনে,
যুঝিয়াছি প্রাণপনে,
দেখি নাই, পদতলে আছ তুমি পড়িয়া;
মনে হলে সে সকল, হিয়া যায় ফাটিয়া!

১০

নব-সাথীগণ-সহ উৎসাহে মাতিয়ারে—
তেজ দম্ভ অভিমানে,
কারণে বা অকারণে,
কাঁদায়েছি পরিজনে কত শত প্রকারে!
আজি সে দিনের কথা ফিরে মনে পড়েরে!

১১

কত বীর ভীম বেশে রণ মাঝে পশিয়া,
লম্ফে ঝম্ফে ক্ষিতি তল,
করিয়াছে টল মল,
দেখায়েছে বাহু বল শত শির ছেদিয়া;
সকলি সহেছ তুমি পদতলে থাকিয়া!

১২

বিনয়ী তোমার মত দেখি নাই আর!
কিবা দীন হীন জন,
কিবা ঋণী, মহাজন,
পদতলে লুটাইয়া থাক সবাকার;
নীরবে সহিতে পার শত অত্যাচার!

১৩

এক নিবেদন ধূলি, করি তব পায়,—
তেজ দম্ভ অভিমান,
কিবা মান অপমান,
ত্যজি' তোমা সম যেন লুটি পর পায় ;
চরণে দলুক সবে, ক্ষতি কিবা তায় ?

১৪

না জানি, তোমার কত কোমল পরাণ !
এক বিন্দু স্নেহ জলে,
তোমার হৃদয় গলে,
রাগ, দ্বেষ, তব হৃদে নাহি পায় স্থান :
না জানি কতই তব কোমল পরাণ !

১৫

মানবের হিয়া কিন্তু বড়ই কঠিন,—
অজস্র নয়নাসারে,
তাহায় গলাতে নারে,—
কঠিন পাষাণ—সেও গলে দিন দিন !
তথাপি গলেনা নর—বড়ই কঠিন !

১৬

কে বলে তোমারে ধূলি, ক্ষুদ্র কলেবর ?
অত্যুচ্চ প্রাসাদ, মঠ,
প্রশস্ত তটিনী তট,
তুমিই গড়েছ ওই উচ্চ গিরি বর;
মানবের (ও) দেহ মাঝে আছ নিরন্তর।

১৭

কিন্তু, মানবের মত অবোধ কে আর ?
তোমার পরশে, হায়,
তারা নাকি ব্যথা পায়,
কতই তোমারে ঘৃণা করে বার বার !
বুঝেনা, তোমারি সনে মিশিবে আবার !

১৮

আকাশে তুলিয়া শির গিরি চূড়া হাসিছে,
অই যে প্রাসাদ বর,
মাখিয়া চাঁদিমা-কর,
উজলিয়া দশ দিক সদানন্দে ভাসিছে ;
তোমারে চরণে দলি, গর্ব্ব ভরে চাহিছে—

১৯

ওই যে বিটপীশিরে পাতা গুলি দুলিছে,
ওই যে শাখার মাঝে,
সাজিয়া মোহন সাজে,
নানারঙে কত ফুল প্রতিদিন ফুটিছে,—
পবনে মিশিয়া গন্ধ দিকে দিকে ছুটিছে,—

২০

ওই যে বসন্তে পিক কুহু কুহু করিছে,
ওই অলি গুঞ্জরণ,
তুষিছে শ্রবণ মন,
ওই যে কুমুদ রাশি সরোবরে হাসিছে,—
কবির কল্পনা কত তার পানে ছুটিছে।—

২১

গর্ব্বিত-যুবক কত অবজ্ঞায় হাসিছে,—
বীরদর্প করি কেহ,
হরষে ফুলায়ে দেহ,
কঠোর আঘাতে হায়, শত শির ভাঙ্গিছে!
অহঙ্কারে মাতি ধরা সরা হেন ভাবিছে—

২২

তুমিই ওদের দেহ করেছ গঠন,
তোমারি কৃপার বলে,
উহারা এ ক্ষিতি-তলে,
নিজ নিজ কাজে সবে রয়েছে মগন;
তোমারি কোলেতে পুনঃ করিবে শয়ন!

২৩

হে ধূলি! তোমার গুণ কি কহিব আমি?
কত শত গুণ আছে,
তোমার অনুর মাঝে,
কে পারে বুঝিতে তাহা? জান শুধু তুমি,
ক্ষুদ্র মতি—তব গুণ কি বুঝিব আমি!

২৪

মরমের কথা আজ তোমারে জানাই—
তোমার এ তনু খানি.
সৃজন করেন যিনি,
সেই পরমেশে যদি দেখা কভু পাই,
ধূলি হয়ে আমি তাঁর চরণে লুটাই।

স্মৃতির মূল্য।

১

আজ যাহা চলে যায় বুঝিতে পারিনা তায়
কত প্রীতি ছিল বিজড়িত ;
যে দিন পড়েছে ঢলে, অনন্ত কালের কোলে,
তারি তরে তাই বিচলিত !
শৈশবের সাথী গুলি, কে কোথায় গেছে চলি,
ভুলে গেছে, খুলে গেছে স্নেহ—
কে কোথায়, কেবা কা'র চিহ্ন মাত্র নাহি আর,
চিতায় পুড়েছে কত দেহ !—
তবু আজ মনোমাঝে, সেই মুখ গুলি রাজে,
আজ তা'রা কতই সুন্দর ;
মনে হয়, বিনিময়ে, আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে
ছুটে গিয়ে দেশ দেশান্তর,—
আবার তেমনি ক'রে, সরল প্রীতির ভরে,
গেথে লয়ে সে পরাণ গুলি,
বর্ত্তমান ফেলে দূরে, অতীতে যাইরে ফিরে
সংসারের শত বাধা খুলি' !

২

যখন ডাকিত মোরে, তাহাদের খেলা ঘরে
খেলিতে তা'দের সাথে হায়!
যখন সাধিত মোরে, বাঁধিতে স্নেহের ডোরে,
দেখিয়াও দেখি নাই তায়!
বুঝি নাই সেই দিন, কেমন অতৃপ্তি হীন,
কত স্নিগ্ধ সেই ছেলে বেলা;—
কত শান্ত তা'র স্মৃতি, কত পূর্ণ তা'র প্রীতি,
কত মুক্ত সেই ছেলে খেলা!
গিয়াছে সে সব দিন, আছে শুধু স্মৃতি-চিন,
'সাথী' গেছে আছে শুধু 'ছায়া';
'সত্য' যাহা চলে গেছে, 'স্বপ্ন' তবু ফেরে পাছে,
'প্রাণ' গেছে,—তবু আছে 'মায়া'!
আজ এ আঁখির, পরে, ভাসিয়াছে থরে থরে
কত পুনঃ নবীন আনন—
সে মুখে লাবণ্য আছে, আরো মধুরতা আছে,
তবু চাহি সেই পুরাতন!

বিধবার আবাহন।

১

মুছে ফেল্ ভগিনীরা নয়নের জল ;
তোদের কিসের দুখ, বল্ ওলো বল্ ?
জড়ায়ে যে সহকারে,
সাজিয়া কুসুম-হারে,
দুলে ছিলি বায়ু ভরে,—সতত চঞ্চল !
কঠোর অশনি ঘায়,
ভেঙ্গেছে সে তরু হায়,
তাই কি ধুলায় পড়ে লুটাস্ কেবল ?
যদিও ভেঙ্গেছে তরু,
জীবন হয়েছে মরু,
যদিও এখন শুধু যাতনা সম্বল ;—
তবু মুছে ফেল বোন্ নয়নের জল !

২

তোদের বিধবা বোন্ ডাকে, আয় আয়—
জীবন বাঁধিতে যদি চাস্ শান্তি ছায় ;

আমিও তোদেরি মত,
কাঁদিয়াছি অবিরত,
সহিয়াছি ব্যথা কত, তীব্র নিরাশায়!
কাঁদিয়া-কাঁদিয়া আজ,
খুঁজিয়া পেয়েছি কাজ,
লভিয়াছি শান্তি কণা অতৃপ্ত হিয়ায়!
আজ বুঝিয়াছি বোন্,
বিধবার প্রাণ মন,
কাঁদিবার তরে শুধু নহে যাতনায়!
তাদের (ও) কর্ত্তব্য আছে, আয় সবে আয়।

৩

মোদের জীবন যদি শুধু কাঁদিবার—
কে বুঝিবে, হিন্দু-ধর্ম্ম জগতের সার?
যোগের প্রশস্ত পথে,
কে চালাবে মন-রথে,
ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মে দীক্ষা কে দিবে লো আর?
"বিবাহ, বিলাস নয়—
পবিত্র মহিমা ময়,
অনন্ত বাঁধন—কভু নহে ছিঁড়িবার;

যুগে যুগে স্বামী সনে,
মেশা মিশি প্রাণে প্রাণে,—
"জন্মান্তর" ধ্রুবসত্য—এ ধর্ম্ম প্রচার
কে করিবে—এ জীবন যদি কাঁদিবার ?

৪

মরণের পরপারে আছে এক দেশ,
শুধুই মিলন ভরা—নাহি বিন্দু ক্লেশ !
সেই মোক্ষ, সেই স্বর্গ,
সেই মুক্তি, অপবর্গ,—
কে ঘোষিবে এই সত্য প্রতি দেশ দেশ ?
স্বরগের ছবি খানি,
পৃথিবীর বুকে টানি,
কে দেখাবে প্রতি জীবে করিয়া বিশেষ ?
ধর্ম্মের বাঁধন তলে,
বাঁধিয়া মানব দলে,--
কে পরাবে সমাজেরে শৃঙ্খলার বেশ ?—
বিধবা না সহে যদি বিরহের লেশ !

৫

বিধবার বিয়ে ! ছি, ছি, মরি যে ঘৃণায় !
কেন এই অত্যাচার, শুনি আজ হায় !

হিন্দুর হিন্দুত্ব-শিরে,
অশনি পড়িবে কিরে,
সনাতন হিন্দুধর্ম্ম লুটাবে ধুলায় ?
সর্ব্বজাতি অবহেলে,
যাবে তারে পায়ে দলে,—
কেন এ কুমতি—হায়, বুক ফেটে যায় !
পুরুষ না পারে যদি,
সহিতে বিরহ ব্যাধি,
করুক বিবাহ শত, যদি প্রাণ চায় ;
বিধবা একাই রবে ধর্ম্মের সহায় !

৬

রমণী—শক্তির অংশে জনম তাহার !
রমণী—সমাজে ধর্ম্মে শক্তির আকার !
পুরুষ—নির্জীব তারা,
জানেনা বিবাহ ধারা,
নাহিক বুকেতে বল, প্রেম-প্রতীক্ষার !
তাহারা নিয়ম করে,
তাহারাই ভেঙ্গে মরে
বিবাহ, তাদেরি শুধু সাজে শত বার !

রমণী প্রণয় জানে,
রমণী, ধরম মানে,
রমণী বাঁধিতে জানে ধর্ম্মেতে সংসার—
তাহারা স'বেনা কভু এত অবিচার!

৭

হে বঙ্গ বিধবা বালা! আয় তোরা আয়;
তোদের বিধবা বোন্ ডাকে স্নেহ ছায়;
ক'দিন সংসারে থাকা,
ক'দিন বা ধুলা মাখা,—
উত্তরিয়া প্রণয়ের তুচ্ছ পরীক্ষায়—
নিজ নিজ পতি-পাশে,
চির মিলনের আশে,
অচিরে মিশিব স্বর্গে, আত্মায় আত্মায়!
ওই দেখ্ দিব্য আলা,
সে দেশে রয়েছে ঢালা,
ওই দেখ্ দেবতারা আশীষ ছড়ায়!
আয়লো বিধবাকুল! আয় তোরা আয়।

প্রতীক্ষা।

১

সারাটী বরষ ধরি,
বর্ষার প্রতীক্ষা করি,
তাপদগ্ধা ধরণীর হৃদয় জুড়ায়;
গোপনে আমোদ হর্ষ,
চাপিয়া সারাটী বর্ষ,
বসন্তে কোকিল গুলি সঙ্গীত ছড়ায়।

২

সারাটী দিবস, দুখে
যাপিয়া মলিন মুখে,
নিশিতে কুমুদবালা চাঁদ পানে চায়;
সারারাত ভয়ে ভয়ে,
জড়সড় দেহ লয়ে,
কমল, ঘোমটা খোলে, অরুণ-আভায়!

৩

শোকে তাপে অশ্রুজলে,
ভাসিয়ারে প্রতিপলে,
সজীবতা জেগে উঠে বঙ্গদেশ ময়—

শারদী-প্রতিমা আসি,
সরায়ে বিষাদ-রাশি,
ছিটান যখন বঙ্গে করুণা নিচয়।

৪

দীরঘ দিবস ধরি,
প্রতিভা-প্রতিক্ষা করি,
চোর ঘৃণ্য রত্নাকর ভক্তিতে কেবল-
লভিয়া বাল্মিকী নাম,
গাহি রামায়ণ গান,
দেখাইল প্রতিভার দৃষ্টান্ত উজল!

৫

দীর্ঘ প্রতীক্ষার ফলে,
পঞ্চম বর্ষের ছেলে,—
ডাকি একমনে, ধ্রুব,—"অনাথ-সহায়"
ভকতি পুরিত-প্রাণে,—
সাধনার শেষ দিনে
লাভ করেছিল তার ধ্যেয়-দেবতায়।

৬।

জীবন, মরণ আশে,
মরণ, জীবন পাশে,

জড়ায়ে রেখেছে সদা স্পৃহা প্রতীক্ষার !
জীবন ফুরাতে চায়,
পরজন্মে পুনরায়,
দেখাতে ধরার মাঝে নূতন আকার !

৭

বিদেশে পতির কাছে
প্রাণখানি পড়ে আছে—
আছে বালা পথ চাহি তার প্রতীক্ষায় !
শ্মশানে আহুতি দিয়া
প্রাণের অধিক প্রিয়া
ভাঙ্গাবুকে আছে পতি, মরণ আশায় !

৮

আমিও মরণ কোলে,
তাঁহাতে মিশাব বলে,
আশায় হৃদয় বাঁধি রয়েছি জাগিয়া ;
নূতন সত্ত্বায় মিশি'
যদি গো স্বরগে ভাসি,
দুই ঘুচে যেতে পারি একেতে মিশিয়া!

আবার জাগিছে কেন।

১

বহুদিন ছেড়ে গে'ছ এ পাপ সংসার

আমার হৃদয় খানি আঁধারে ডুবায়ে ;

বহুদিন চলে গেছ, ওগো প্রাণাধার !

অভাগীরে ঘুমঘোরে রাখিয়া ভুলায়ে।

২

দু'দিনের দেখাশুনা—সেত গো ডুবেছে,

অতীতের অন্ধতম অতল সলিলে !

দু'দণ্ডের হাসিখেলা—সেত নিভিয়াছে

অভাগীর তাপদগ্ধ নয়নের জলে !

৩

ক্ষণেকের সম্মিলন, সাধের বাসরে—

সেত ফুরায়েছে সখা শ্মশান শয্যায় !

হৃদয়ে হৃদয়ে আধ পরিচয় টুকু

ভুলে ত চলিয়া গে'ছ দূর অমরায় !

৪

ভুলেছ কি ? না না প্রভু,—পারনি ভুলিতে,

তাহা হ'লে একদণ্ড বাঁচিব না আর !

ভুলেছি কি? মিথ্যাকথা—পারিনি ভুলিতে,
এই যে হৃদয়ে জাগে মূরতি তোমার!

৫

হাসিখেলা ফুরায়েছে—কি হয়েছে তায়?
তা' বলে কি পরিচয় কভু ভোলা যায়?
হৃদয়ের বৃত্তি গুলি জড়ায়ে জড়ায়ে,
গড়িয়া তুলিয়াছিনু আমি যে তোমায়!

৬

তোমারে ভুলিব! হায়, আত্মায় আত্মায়
গাঁথিয়া গিয়াছে যে গো মুরতি তোমার;
তোমারে ভুলিব! যদি বুক ভেঙ্গে যায়—
জন্মে জন্মে রবে তবু আমিত্বে আমার!

৭

ছেড়ে গেছ' তবু কেন জাগিছে আবার
সেই মূর্ত্তি, সেই স্মৃতি— ভাবিতেছি তাই!
অন্ধ আমি, প্রেম কভু নহে মুছিবার'
এ সহজ কথাটীত আগে বুঝি নাই!

৮

"আবার জাগিছে কেন?" পেয়েছি উত্তর—
বুঝিয়াছি স্বপ্নবুকে আছে জাগরণ;

জাগিবে না 'স্বপ্ন' আমি, মিথ্যা চিরদিন
তুমি যে গো 'জাগরণ' সত্য অনুক্ষণ!

৯

জাগো তবে জাগো প্রভু, স্বপনের বুকে,
ভেঙ্গে দিয়ে সুপ্তিটুকু কোমল পরশে,
তোমাতে মিশায়ে রাখ চির শান্তি সুখে,
জাগরণ-রূপে, ওগো! এ স্বপ্ন আবেশে।

জীবনের অসম্পূর্ণতা।

১

দিবা লোক কেবা চায়,
নিশা নাহি থাকে যদি?
মরুভূমি না থাকিলে,
কে বল চাহিত নদী!

২

কে চাহিত পূর্ণিমায়,
না থাকিলে অমানিশা?
বিরহ না থাকে যদি,
কে চাহিবে ভালবাসা?

৩

ঘৃণা না থাকিত যদি,
কে চাহিত অনুরাগ?
'শুভ্রতা' পূজিত কেবা,
না বুঝি' কলঙ্ক দাগ

৪

'মানব জীবের শ্রেষ্ঠ'
এ কথা মানিত কেবা—

অন্য জীব এ জগতে
না ঘুরিলে নিশি দিবা?

৫

সুখ ও অপূর্ণ, তাহে
দুখ যদি নাহি থাকে!
জীবন বিরক্তিকর—
মৃত্যু যদি নাহি ডাকে!

৬

হাসি, অশ্রু, সুখ, দুঃখ,--
সবাই সমান ভাবে—
জীবনের অপূর্ণতা,
পূরাইছে এই ভাবে।

৭

তবে কেন অশ্রু ফেলে,
হাসিরে আদরে ডাকি!
দুঃখেরে তাড়াতে চাই,
সুখ আশা প্রাণে আঁকি!

৮

তবে কেন মৃত্যু দেখি,
শতবার দু'ষি তারে!

কেননা আদরে টানি,
অমানিশা অন্ধকারে !

৯

অন্ধ, জ্ঞানহীন মোরা
একথা বুঝিনা আর—
জীবন অপূর্ণ, যদি
নাহি থাকে হাহাকার !

১০

তবে, দাও, দয়াময় !
হৃদয়েতে সেই বল—
সমভাবে পূজি' যাহে
হাসি আর অশ্রুজল !

১১

যাহে,
সুখে, দুঃখে, হাসিমুখে—
প্রীতি, অশ্রু সাজি ভরি'—
জন্ম, মৃত্যু, সমভাবে
স্নেহে আলিঙ্গন করি—
অসম্পূর্ণ জীবনের
অপূর্ণতা পরিহরি।

শ্মশান।

—○×○—

১

বড় ভালবাসি আমি তোমারে শ্মশান

আমার মরম-তলে,

যে চিতা নিয়ত জ্বলে,

সে চিতা তোমার(ও) বুকে পায় সদা স্থান;

এমন সহানুভূতি,

বঙ্গ বিধবার প্রতি,

তুমি ছাড়া কে দেখাবে, ওগো মহাপ্রাণ!

তাই বড় ভালবাসি তোমারে শ্মশান।

২

বড় ভালবাসি আমি তোমারে শ্মশান;

যে দুখের গুরুভার

জীবনে নিভেনা আর,

যে ব্যথা জুড়াতে নারে শত শত দান—

সে তীব্র বিষাদ হায়

শান্তিতে ভরিয়া যায়

বারেক তোমার কোলে লভিলে শয়ান!

তাই বড় ভালবাসি তোমারে শ্মশান।

৩

বড় ভালবাসি আমি তোমারে শ্মশান ;
হিংসা দ্বেষ, অহঙ্কার,
অবিচার, অত্যাচার,
অর্থগর্ব্ব, বল, বীর্য্য, আত্ম-অভিমান,
উদার উরসে টানি,
গলাইয়া দাও আনি,
ভস্মস্তূপে পরিণতি করিয়া প্রদান :
তাই বড় ভালবাসি তোমারে শ্মশান।

৪

বড় ভালবাসি আমি তোমারে শ্মশান ;
ধনবান, দীনহীন,
কারেও ভাবনা ভিন্
সমভাবে সর্ব্বজীবে দাও কোলে স্থান !
ছুঁইতে যাহার দেহ,
জগতে চাহেনা কেহ,
আদরে তারেও তুমি ডাক গো মহান্ !
তাই বড় ভালবাসি তোমারে শ্মশান।

৫

বড় ভালবাসি আমি তোমারে শ্মশান;
একদিকে ইহকাল,
অন্যদিকে পরকাল,
তুমিই যোজক তার মাঝে ব্যবধান;
লীলার চরম স্থানে,
জৈবীলীলা অবসানে,
আত্মার বিস্তার পুনঃ কর গো বিধান!
তাই বড় ভালবাসি তোমারে শ্মশান।

৬

বড় ভালবাসি আমি তোমারে শ্মশান;
ভালবাসিতাম যাঁরে,
আজো ভালবাসি যাঁরে,
নিত্য যাঁর পাদপদ্মে করি অর্ঘ্যদান—
সেই সে সাধনা মোর,
সেই সে দেবতা মোর,
তোমার স্নেহের কোলে বুঝিবা ঘুমান!
তাই বড় ভালবাসি তোমারে শ্মশান।

৭

বড় ভালবাসি আমি তোমারে শ্মশান ;
চিতাভস্ম উড়াইয়া,
স্মৃতিচিহ্ন কুড়াইয়া,
কি বিষাদে-কি নিরাশে, গায় বায়ুগান!
তোমার চরণ ছুয়ে
তোমার বেদনা ধুয়ে
তোলে সদা ভাগীরথী কুল্ কুল্ তান---
তাই বড় ভালবাসি তোমারে শ্মশান।

৮

বড় ভালবাসি আমি তোমারে শ্মশান ;
নীরব নদীর কুলে,
নীলিম আকাশ তলে,
শ্যাম তরুরাজি ঢাকা—উদার মহান্
ভাবিলে তোমার ছবি—
ভুলে যে যাই গো সবি,
মনে হয় মর্ত্তে তুমি স্বর্গের নিশান !
সাধ হয়, মিশে থাকি তোমাতে শ্মশান।

বাসনা।

১

বাসনার রক্তনদী সংসারের বুকে বয়,
বাসনায় জীব তায়, হাসে, কাঁদে, ভেসে যায়,
বাসনায় জন্ম আনে,
বাসনায় মৃত্যু টানে,
বাসনার মাঝে গাঁথা
সৃজন, পালন, লয়!
বাসনার রক্তনদী সংসারের বুকে বয়।

২

বাসনার বলে সৃষ্ট জীব সমাকুল ধরা;
বাসনার কুবাতাসে, জীবাত্মা মরতে খসে,
জন্মে জন্মে বাসনায়
ঘুরে মরে এ ধরায়—
বাসনা সূতায় বাঁধা
যৌবন, বার্দ্ধক্য, জরা!
বাসনার বলে সৃষ্ট জীব সমাকুল ধরা।

৩

বাসনা-অনল-শিখা যতদিন দীপ্তরয়—
জন্ম হ'তে জন্মান্তরে, জীবাত্মা ঘুরিয়া মরে,
"নির্ব্বাণের" পথ হায়
খুঁজিয়া নাহিক পায়—
পরমাত্মা বুকে গিয়ে
জীবাত্মা হয় না লয়,
বাসনা-অনল-শিখা যতদিন দীপ্তরয় !

৪

আজ তাই যোড়করে যাচি দেব তব পায়,
বাসনানিচয় খুলে, "শূন্যতা" পরাণে ঢেলে,
শূন্য প্রাণ শূন্যাকাশে,
শূন্য দেহ শূন্যদেশে
উড়াইয়া—মিশাইয়া
মুক্ত কর এ আত্মায়;
জোড়করে জগদীশ এই যাচি তব পায় !

সংসার।

১

তারেই কি কহেগো সংসার?—
পিতামাতা ভাইবোনে,
আত্মীয় স্বজনগনে,
মিলে মিশে একসাথে আহার বিহার;
জীবন ধারণ লাগি,
কর্ত্তব্যের ভাগাভাগি
করিয়া, কাটাতে দিন-এই কি সংসার?

২

তারেই কি কহেগো সংসার?—
অপরের সর্ব্বনাশে,
আত্মসুখ ভালবাসে,
কোনরূপে বাড়াইতে আপন প্রসার!
ঈর্ষা দ্বন্দ্ব, অপমান,
বাড়াতে আপন মান
অপরের মৃত্যু ডাকা-এই কি সংসার?

৩

তারেই কি কহেগো সংসার ?—
মুখে "ভালবাসি" বলে
অপরে ভুলায়ে ছলে
স্বার্থ সিদ্ধি বিনিময়ে গলায় তাহার
বসায়ে শাণিত ছুরি,
টুক্‌রা টুক্‌রা করি,
ভাসাইয়া দিতে চায় তরঙ্গ মাঝার !

৪

তারেই কি কহেগো সংসার ?—
নিজ ভাইবোন গুলি,
যতনে বুকেতে তুলি,
স্বামী পুত্র গলে দিই ভালবাসা হার;
ভুলি ঐহিকের কাজ,
পরি' সংসারীর সাজ,
আত্মহারা হয়ে থাকি লয়ে আপনার !

৫

তারেই কি কহে গো সংসার ?—
ঘুচাতে আপন দৈন্য,
মানিনাক পাপ পুণ্য,

অধর্ম্মে মজিয়া শেষে করি হাহাকার !
ভৃষিত তাপিত বুকে,
পুড়ে মরি চিরদুখে,
ত্রাসে মরি, চারিদিকে হেরি পারাবার !

৬।

না, না, সেত নহে গো সংসার —
গার্হস্থ্য প্রধান ধর্ম্ম,
শ্রেষ্ঠ গৃহস্থের কর্ম্ম,
সর্ব্বজীব তার কাছে পায় উপকার;
এত নীচ, স্বার্থপর
বাচাবাছি আত্মপর
সংসারীর সাজে কিগো এ বাচবিচার !

৭

তারেই ত বলি গো সংসার—
দয়া, মায়া, প্রেম, প্রীতি
উছলে যেখানে নিতি,
নিত্য ভাসে প্রতিবিম্ব যেথা অমরার;
"সকলি আমার" গান
হয় যেথা অবিরাম
সেই ত **সংসার** ওগো স্বজনের সার।

কবে হবে সেই দিন!

১

স্মৃতি যাঁর ইহলোকে,
জীয়ায়ে রেখেছে মোরে,
স্বর্গ-সিংহাসনে যাঁরে,
রচেছি কল্পনা-ডোরে—
কবে হবে সেইদিন,
তৃপ্তিহীন, শান্তিহীন
এজীবন——ঐ স্বপন
তাহার কল্পনা রাজে
দেখিবে নয়ন ভরে
বিশ্ব বিমোহন সাজে?

২

"অশ্রু" মোর ইহলোকে,
পরলোকে "পুণ্য" মোর!
"চিতা" মোর একপারে
"স্বর্গ" অন্যপারে মোর—
কবে হবে সেইদিন,
তাঁহাতে হইয়া লীন,

দোঁহে একসাথে ফুটি
নীল আকাশের ছায়—
চাহিব পৃথিবী পানে
ঘৃণা আর উপেখায় !

৩

"ধ্যান" মোর জীবনের
"ধ্যেয়" সে মরণ পার !
"তপ, জপ, মন্ত্র" হেথা,
সেথা "ফল" সাধনার !
কবে হবে সেইদিন—
কামনা-বাসনা-হীন
এ পরাণ, শ্রীচরণে
মিশাইয়া রবে তাঁর ;
নিবে যাবে "চিতা" মোর
থেমে যাবে "অশ্রু" ধার।

কে আছে আমার!

রমণী জীবন পরে
যত প্রস্রবণ ঝরে,
স্বামী সাগরেতে সব
হয় একাকার;
স্বামীই শিক্ষক, ত্রাতা,
পিতা, মাতা, ভগ্নী, ভ্রাতা,
স্বামীই দেবতা শুধু জীবনের সার :—
সে স্বামী নাহিক, তবে কে আছে আমার?
আদর্শ পুরুষ যিনি,
আমার "আমিত্ব" যিনি
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রাজা,
সর্ব্ব মূলাধার!
যাঁহার অস্তিত্ব মাঝে,
সৃষ্টিতত্ত্ব ডুবে আছে,
ভক্তের ভকতি যিনি, সর্ব্বজীব যাঁর—
তিনি ত আছেন, তবে কে নাই আমার?

এসেছি

দেবি! তোমার স্নেহের কোলে কত সুখ পেয়েছি;
অমেয় আবেগ ভরে কত হাসি হেসেছি,
'আয় আয়' বলি কত শশধরে ডেকেছি,
তোমার কোমল ক্রোড়ে কত খেলা খেলেছি,
সে সুধার হাসি রাশি,
কাল জলে গেছে ভাসি,
কৈশোরের পথ ছাড়ি যৌবনেতে চলেছি—
চিন্তা সহচরী সনে এবে এসে মিলেছি!
জ্ঞান পাদপের তলে,
ভারতী পূজার ছলে,
কল্পনা কুসুম বনে চুপি চুপি পশেছি,
গুটিকত কিঞ্জলক কুড়াইয়া পেয়েছি।
আনন্দেতে ভক্তিভরে
তাই দিয়ে পূজাতরে,
লুকাইয়া স্মৃতি কোনে সযতনে এনেছি;
আশীর্ব্বাদ পাব বলে, তারিতরে এসেছি।

অনন্ত বিশ্বের পতি,
তাঁর তরে রেখে মতি,
তাঁর জগতের পায় প্রাণ দিতে চাইগো,
স্বদেশের দুঃখ দেখে বুক ফেটে যায়গো!
কায়, মন, বাক্য মোর
ছিঁড়িয়া স্বার্থের ডোর
মা তোর চরণ তলে লুটাইতে চায় লো!
সংসারের মোহে যেন বাঁধা নাহি পায়লো
কি এক নূতন শক্তি,
আনিয়াছে অনুরক্তি,—
শত বাঁধা পায়ে ঠেলে কোথা যেন চলেছি!
ওগো, উলঙ্গ সরল প্রাণে! তাই হেথা এসেছি!

অনন্তের সহ-যাত্রী।

১

হেথা শুধু মিলিয়া মিশিয়া
অতিথি প্রায় রহিব মোরা
তুইদিন বিরাম লভিয়া
যথা গতি যাব চলে ত্বরা।

২

কেন মিছে আত্মপর জ্ঞান
সকলি যে আপন জগতে,
সবে ভালবাসা করি দান
চলে যাই গন্তব্যের পথে।

৩

অনর্থক ঘৃণা অভিমান
অতিথির সাজে কি কখন?
সর্ব্বজীবে প্রীতিকর দান
হবে বিভূ আদেশ পালন।

৪

বন্ধুতার পবিত্র বাঁধনে
বাঁধা থে'ক সকল মানবে
তা' হ'লেই জীবনে মরণে
দুঃখ সাথে নাহি দেখা হবে।

৫

মনুষ্যত্ব লাভ করি ভবে
ধর্ম্মধন হৃদয়ে পুরিয়া
"সহ যাত্রী" এস মোরা সবে
সজ্জনের পদাঙ্ক ধরিয়া.

৬

হই পুণ্য পথে অগ্রসর
যাচি সদা পরমেশ পায়
যেন কৃপা দীপ পশিয়া তাঁর
নাশে পথে আঁধার নিশায়।

উদ্দীপনা।

হাসিয়া কাঁদিয়া আর
কি-বারে হইবে ফল !
এক মহা লক্ষ ধরে
ছুটে চল ছুটে চল ॥

দুদিনে ফুরায়ে যাবে
দুদণ্ডের হাসি খেলা,
দেখ অই চেয়ে দেখ
যেতেছে জীবন বেলা ॥

দু'ফোটা আঁখির জলে
কাজ তার হইবে না,
সুধু'ত হাসিয়া ওরে'
দিন আর যাইবে না ॥

এ জীবন নহে সুধু
হাসিবার কাঁদিবার
এ মহা জগত' পরে
আছে আরো কাজ তাঁর ॥

জীবন গড়িতে হ'লে
হাসি কান্না ফেলে দাও,
এ বিশ্বে সবার তরে
আপনারে ঢেলে দাও॥

জীবনের মহা লক্ষ
সাধন করিতে হ'বে,
মরিয়া অমর হয়ে
তবেত জগতে রবে॥

হাসিবার কাঁদিবার
থাকিবেনা অবসর,
হ'তে হ'বে প্রাণ পণে
সেই দিকে অগ্রসর॥

সুখ দুঃখ দু'দিনের
দুদিনে মিলায়ে যাবে,
জীবনের কাজ সুধু
চিরতরে জেগে রবে॥

বেদনা দান।

কেগো—পরের পরাণে বেদনা বুঝিলে
সহজে বুঝিতে চায় ?
কার—অপর নয়নে সলিল দেখিলে
নয়ন গলিয়া যায় ?

যবে—মরম তন্ত্রী বাজিয়া উঠে
সুখের ও দুখের বাজিনী ছুটে
একটি হৃদয় পরে,
উঠে—কি তখন ধ্বনিয়া সে সুর
কাহারো মরম স্তরে ?

প্রেমমত্ত সকলে লইবার তরে
হৃদয় দেয়গো পাতিয়া
হাসি টুকু সবে অধর হইতে
অধরে লইছে লুটিয়া॥

তবে কি সুধুই বেদনার বেলা
মানব করিবে মানবেরে হেলা
একই পিতার ঘরে ?

বুক ভরা ব্যথা নয়নের জলে
ঠেলিবে হেলার ভরে ?

মানব যাহার পারে না মুছিতে
বেদনার অশ্রুধার,
হে দেবতা—তুমি লইও তুলিয়া
তাহার হৃদয় ভার ॥

সুধু—মানবের কাছে সুমধুর হাসি
বিলাও সবায় প্রেমের রাশি
লইবে মানব তুলিয়া।
বেদনার বেলা দেবতা চরণে
দিও সব দুঃখ ঢালিয়া ॥

ছায়া।

আমার এ নিশি সই নাহি কি লো হবে ভোর ?
আকাশ মেঘেতে ভরা রবে ঘনঘটা ঘোর!
কত দিন কাল হায়, এ আঁধার নাহি যায়,
এ ভরা জগত-মাঝে সে রাঙ্গা রবিলো কই
কভু কি আঁধার ঘুচে প্রভাত হ'বে না সই ?

ফুরায়েছে ধুলাখেলা কভু না খেলিব আর
যাবনা বাঁশীর তানে তীরে আর যমুনার।
গিয়াছে সে কাঁদাহাসা ফুরায়েছে ভালবাসা
বিফলে পোহাল নিশি, শুকায়েছে ফুলহার
এ জনমে ওলো সখি, ফিরিবেনা কিছু আর !

না ফিরুক, ক্ষতি নাই, চাহিনাক নিতে আর !
গেছে যাহা চলে যা'ক চাবনাক কিছু তার।
আমার দিনের আলো, কেনলো নিভিয়া গেল,
কেন এল গরজিয়া সূচিভেদ্য অন্ধকার !
গেছে যাহা চলে গেছে, এ কেন এল আবার?

হাসিয়া হাসিয়া সখি, কাঁদিতে ত শিখি নাই,
আলোতে বিচরি' সুখে আঁধারত দেখি নাই!
কি করে হারানু হাসি, কেমনে আঁধারে আসি
ভুলিনু সে হাসি আলো! নাহি যে ভাবিয়া পাই
সে আলো সুষমা-মাঝে' কেমনে লো ফিরে যাই?

আমার সে দিন সখি, ফিরিবেনা কিলো আর;—
দু'জনের মধুখেলা, তীরে সেই ঝরণার?
মরমের কথা সই, এ জগতে কা'রে কই,
কে বুঝিবে হাসি অশ্রু, জীবনে সে কি আমার!
কে বুঝিবে নিরাশার এই ঘন অন্ধকার!

না শুঁকিতে ভাল করে ঝরে যেগো গেল ফুল!
না নামিতে তরী হ'তে ভাঙ্গিল সে নদীকুল!
রবি না উঠিতে ভাল, সাঁজ এসে দেখা দিল,
নিসাড়া জগত ছিল--গরজিল ভিম বায়
চকিতে কিরণ ঢাকি, হরষিয়া ঘন ধায়।

মধুমাস না পড়িতে কে ছুটাল ভীম বায়?
ঊষার কনক ছটা কে মুছাল—হায় হায়!
না ফুটিতে ফুলকলি, কে গো তারে নিল তুলি,

না উদিতে সুখ চাঁদ দুঃখ মেঘ ঢাকে তায়!
তবে কি হাসিতে গিয়ে কেঁদে যাব এ ধরায়?

এ কি লো মধুর খেলা হাসিয়া দেখিতে চাই,
না ফুটিতে হাসি রেখা অশ্রুজলে ভেসে যাই!
এবে কি হেঁয়ালী সই, এ ব্যথা যে কারে কই,
আলোতে ছুটিতে গিয়ে হারায়েছি সেই আলো!
আসিয়াছি কোন খানে?—এ যে ঘন ঘোর কাল!

নহে কিলো এই "ছায়া" এ জীবনে ফুরাবার?
আছে কি আবরি ইহা জীবনের পরপার?
না, না সখি তা'ত নয় সে লোক যে মধুময়
সেথা যে অনন্ত জ্যোতি, সুস্নিগ্ধ আলোক হার—
সেথা কি পশিতে পারে চির ম্লান অন্ধকার!

যবে এ "জীবন তারা" হাসিবে লো এ মরতে,
অনন্ত আলোর মাঝে যাব চলে সে পারেতে।
এ ধরাতে চিরতরে রবে এ আঁধার,—পরে
ঢাকিবে না প্রাণ মম, ঘুচাবে না হাসি আর!
শুধু দু'দিনের তরে থাক্ তবে এ আঁধার।

অবসান।

১

ওগো, আজ অবসান!
রুদ্ধ অশ্রু বুকে চাপি,
উঠিয়াছি কাঁপি কাঁপি—
গাহিয়াছি ভাঙ্গাসুরে,
বিষাদের গান;
তা'র আজ অবসান।

২

ওগো আজ অবসান!
যেই নিরাশার গীতি,
উছলে মরমে নিতি,
যে গাথা হৃদয় খানি,
করে খান খান
তার আজ অবসান।

৩

ওগো আজ অবসান!
যে তাপে নয়ন ঝুরে,
ব'লে ত ফুরাবে নারে,
শোকগীতি পারিবেনা
জুড়াতে পরাণ—
আজ তাই অবসান।

৪

ওগো, আজ অবসান :

বেদনা বুকেতে থাকে,

কথায় বুঝাতে তাকে,

পারিবে না এই ক্ষুদ্র

লেখিকার দান !

আজ, তাই অবসান।

৫

ওগো, আজ অবসান !

দেখিতে পাইনা চোখে,

ঘুরে পৃথ্বী চারিদিকে,

অশ্রুভারে মুদে আসে

যুগল নয়ান !

তবে, আজ অবসান।

৬

ওগো, আজ অবসান !—

"অবসান" থাকে যেথা,

শতজ্বালা বহে সেথা—

নাহি পুনঃ কোন জ্বালা,

সে বুঝি শ্মশান !

তবে, আজ অবসান।

৭

ওগো, আজ অবসান!—

ভাঙ্গা প্রতিধ্বনি লয়ে

উন্মাদের মত হয়ে

ওই বায়ু গেয়ে যায়—

"শান্-শান্-শান্"

তবে, এই অবসান।